তারিখ ... 27/10/83 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

020

ইত্তেফাক

## সর্বস্তরে টাইম স্কেল বাস্তবায়নের আবেদন

মাননীয় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ কয়েক মাস পূর্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মচারী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে সর্বস্তরে টাইম স্কেল প্রবর্তনের আশ্বাস দেন এবং সভাশেষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব মহোদয়কে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেন। মাননীয় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের উক্ত আশ্বাসে সকল স্তরের কর্মচারীর মনে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। কিন্তু বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হইলেও উক্ত নির্দেশের কোন বাস্তবায়ন হয় নাই। বর্তমানে প্রচলিত টাইম স্কেল শুধু তথাকথিত "ক্যাডারভুক্ত" অফিসারগণের জন্যই প্রযোজ্য। অ-ক্যাডারভুক্ত সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত অফিসারবৃন্দ এই টাইম স্কেলের আওতা বহির্ভূত। এই সকল কর্মচারী ক্রমান্বয়ে তাঁহাদের বর্তমান বেতনমালার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছিয়াছেন এবং পরবর্তী পদে পদোন্নতির আশাও নাই। ফলে তাঁহাদের মধ্যে নৈরাজ্য, হতাশা, কর্মে উদ্যমহীনতা ইত্যাদি প্রবণতা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। এক বেতনমালার সর্বোচ্চ স্তর হইতে পরবর্তী বেতনমালায় উত্তরণের প্রথা চালু থাকিলে খুব অল্প টাকার বিনিময়ে এই সমস্ত অভিজ্ঞ কর্মচারীর নিকট হইতে পূর্ণোদ্যমে কাজ আশা করা যাইত।

একই সরকারের অধীনে কর্মরত কিছুসংখ্যক কর্মচারী শুধু "ক্যাডারের" দোহাই দিয়া টাইম স্কেলের সুবিধা ভোগ করিবেন আর ক্যাডারের বাহিরে অগণিত সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারী বৈষম্যের শিকার হইয়া হতাশা ও নৈরাজ্যে দিনা-তিপাত করিবেন ইহা স্বায়ত্ত জাতির জন্য মঙ্গলজনক হইতে পারে না।

অতএব সদাশয় সরকারের নিকট আবেদন, অনতিবিলম্বে সকল স্তরের সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থায় কর্মরত এন এন পি এস '৭৭ আওতাভুক্ত অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দকে টাইম স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করা হউক।

—নূরুল ইসলাম, স
কার্যনির্বাহী, টি.সি.বি, ঢ